যুগান্তর

তারিখ ...10. AUG. 2016...
পৃষ্ঠা ...20 কলাম...৪......

বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা

অবৈধ শাখার শিক্ষকের জন্য টিউশন ফি বৃদ্ধি নয়

বৈধ শাখায় ৩০ শতাংশ বাড়ানো যাবে

যুগান্তর রিপোর্ট

স্কুল-কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈধ শাখার ব্যয় নির্বাহে শুধু ঘাটতি পূরণের জন্য টিউশন ফি ৩০ শতাংশ বাড়ানো যাবে। কিছুতেই অবৈধ শাখার জন্য টিউশন ফি বাড়ানো যাবে না। টিউশন ফি বাড়ানোর প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কাছ থেকে অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন করতে হবে।

এমপিওভুক্ত ও এমপিওবিহীন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধির ব্যাপারে মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন এ নির্দেশনা জারি করেছে। এর আগে গত ১৭ জানুয়ারি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত বছরের তুলনায় বাড়ানো টিউশন ফি স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ নির্দেশনার ফলে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়েছে। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

অবৈধ শাখার শিক্ষকের জন্য টিউশন ফি বৃদ্ধি নয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিলের পর এডিসির অনুমোদন সাপেক্ষে টিউশন ফি বাড়ানো যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাকির হোসেন ভূঞা স্বাক্ষরিত এ পরিপত্রে মোট ৭টি নির্দেশনা আছে। এ প্রসঙ্গে জাকির হোসেন ভূঞা বলেন, এ পরিপত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি নির্বিচারে বৃদ্ধির কোনো সনদপত্র নয়। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি টিউশন ফি বাড়াতে চায়, তাহলে তাদের আগে আয়-ব্যয় হিসাব করতে হবে. যদি ঘাটতি পরে যায়, তাহলে সেই ব্যয় পূরণে যে টাকা লাগে কেবল সেই টাকা বাড়াতে পারবে। এটা ২-৩ টাকাও হতে পারে। তবে কিছুতেই আগের তুলনায় ৩০ শতাংশের বেশি বাড়ানো যাবে না।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২০১৫ সালের নতুন পে-স্কেল প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি এমপিওভুক্ত, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিওবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অস্বাভাবিক বেতন ও টিউশন ফি বাড়িয়ে যাচ্ছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ অবস্থায় সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা জনবল কাঠামো অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো শ্রেণী শাখা বাড়ানো যাবে না। শ্রেণী শাখার অনুমোদন না থাকলে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বৈধ হবে না। অনুমোদন ছাড়া নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে কোনো বেতন বা ফি আদায় করা যাবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বড় অনেক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শ্রেণী শাখা অনুমোদন নিয়ে খোলা হয়নি। ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ, আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, মনিপুর স্কুল ও কলেজের মতো যেসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ছাড়া শাখা আছে, ওইসব শাখার শিক্ষকের বাড়তি বেতনের জন্য টিউশন ফি বাড়ানো যাবে না।

পরিপত্রে বলা হয়, শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি জনবল কাঠামোতে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সরকারি বেতন-ভাতার অংশের বাইরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাড়তি ভাতা দিতে ইচ্ছুক হলে তার পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারিত হবে যেন একজন শিক্ষকের মোট প্রাপ্তি কোনোভাবেই একই স্কেলভুক্ত সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মোট প্রাপ্তির বেশি না হয়। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব জানান, আইডিয়াল এবং ভিকারুননিসার অধ্যক্ষদের বেতন ১ লাখের বেশি বলে তারা জানতে পেরেছেন। এর বাইরে কলেজ থেকে নানা আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়। অথচ এ ধরনের একটি সরকারি স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ৫ম গ্রেডে সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার টাকা বেতনভাতা পেয়ে থাকেন। ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, অনেক স্কুল ও কলেজে এমপিওভুক্ত নন এমন শিক্ষকের একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতনের চেয়ে বেশি দেয়া হয়। পরিপত্রে এটি না দিতে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে, একজন নন-এমপিও শিক্ষকের বেতন ভাতার মোট পরিমাণ কোনোভাবেই সমস্কেলের এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতনের চেয়ে বেশি হবে না।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, যদি ১.৩ ও ১.৪ (অর্থ্যাৎ কোনো বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতনভাতা সরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের বেতনের বেশি হবে না বা নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতনভাতা এমপিওভুক্ত শিক্ষকের চেয়ে বেশি হবে না— এমন করে নির্ধারণ করতে চায়) অনুসারে প্রতিষ্ঠানকে আগে আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়েই শিক্ষার্থীদের বেতন-ভাতা বাড়ানো যাবে। তাছাড়া সংস্থাপন ব্যয় বাবদ ভর্তি নীতিমালায় বর্ণিত সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফির অতিরিক্ত কোনো অর্থ আদায় করা যাবে না। পরিপত্র অনুযায়ী, ঘাটতি মেটাতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফি বাড়িয়ে ওই ঘাটতি মেটাতে পারবে। এ অর্থ আদায়ের প্রস্তাব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশসহ অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষককে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে দাখিল করতে হবে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে তা যথাযথ প্রতীয়মান হলে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (শিক্ষা) কাছে উপস্থাপন করবেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অনুমোদন করলে ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, এডিসি জেলা প্রশাসকের অনুমোদন নিয়েই ফি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর সরকারি কর্মচারীদের জন্য অষ্টম বেতন কাঠামোর গেজেট প্রকাশ করে সরকার। এতে সর্বোচ্চ ৭৮ হাজার এবং সর্বনিম্ন ৮ হাজার ২৫০ টাকা মূল বেতন ধরা হয়। এই বেতন কাঠামোকে ঢাল করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের বেতন ব্যাপক হারে বাড়ায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে তখন অভিভাবকরা আন্দোলনে নামেন। এ নিয়ে সৃষ্ট নৈরাজ্য দূর করতে তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় হস্তক্ষেপ করে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তখন জানিয়েছিলেন, যৌক্তিক কারণ পেলে বেতন বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। সে অনুযায়ী এই পরিপত্র জারি করা হল।